পাক্ষিক

আহ্মদী

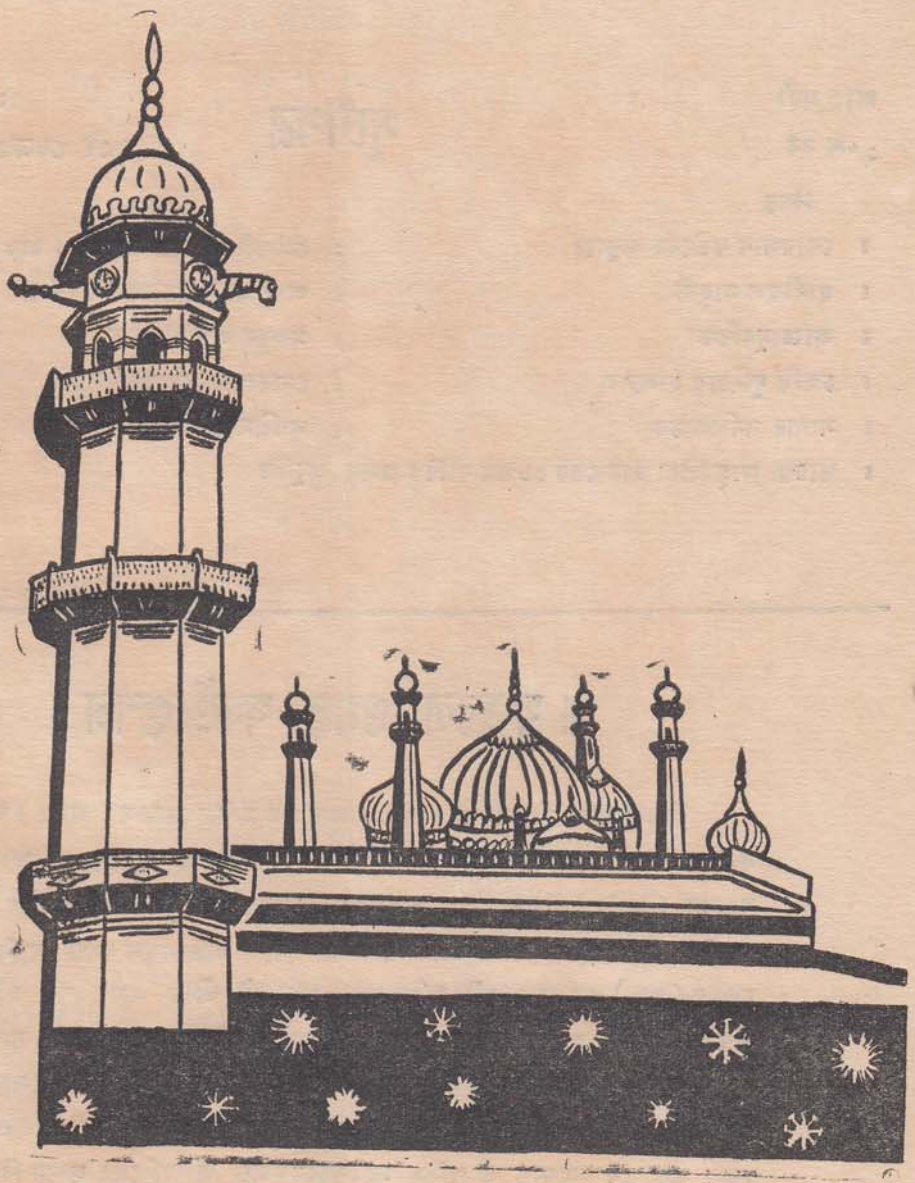

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৯শ সংখ্যা
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৯শ সংখ্যা
১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৩১৫
হাদীস্থল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	৩১৭
আজ্ঞানুবর্তিতা	মকবুল আহমদ খান	৩২৩
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	৩২৫
সংবাদ পর্যালোচনা	নাজিম উদ্দিন	৩২৭
তারুয়া আহ্‌মদীয়া জামাতের ৩৮তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত		৩৩০

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৭ সন : ১৯শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ আনফাল

৬ষ্ঠ রুকু

৪৬॥ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন (শত্রু)
দলের সম্মুখীন হও, তখন তোমরা সুদৃঢ় থাকিও
এবং আল্লাহকে অধিকভাবে স্মরণ করিও।
নিশ্চয় তোমরা সফলতা লাভ করিতে পারিবে।
৪৭॥ এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলের হুকুম মানিয়া
চলিও এবং পরস্পর বিবাদ করিও না, নতুবা

সাহস হারাইয়া ফেলিবে এবং তোমাদের প্রভাব লোপ পাইবে এবং তোমরা ধৈর্য-ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গী।

৪৮ ॥ এবং তোমরা সেই সমস্ত লোকের মত হইও না, যাহারা দর্পভরে এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। এবং আল্লাহ্‌র পথ হইতে (জনগণকে) বিরত রাখিতেছিল। এবং আল্লাহ্ তাহাদের কার্য-কলাপকে ধ্বংশ করিয়া দিবেন।

৪৯ ॥ এবং (সেই কথা স্মরণ কর) যখন শয়তান তাহাদের কার্য-কলাপকে তাহাদের নিকট মনোহর করিয়া দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল কোন মানুষই আজ তোমাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবে না এবং আমি তোমাদের সহায়। কিন্তু যখন উভয়দল (রণক্ষেত্রে) পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছিল তখন সে (শয়তান) পশ্চাদ্বর্তন করিল এবং বলিল নিশ্চয় তোমাদের সহিত আমি সম্পর্কশূন্য। নিশ্চয় আমি দেখিতেছি যাহা তোমরা দেখিতেছ না এবং নিশ্চয় আমি আল্লহ্‌কে ভয় করি। এবং আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা।

(ক্রমশঃ)

★

॥ প্রাদেশিক সালানা জলসা ॥

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১১, ১২ ও ১৩ই ফাল্গুন শুক্র, শনি ও রবিবারে পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে (ইনশাল্লাহ)। কেন্দ্র থেকে জনাব মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, সম্পাদক আল ফোরকান ও ভূতপূর্ব মুসলিম প্রচারক, মধ্য-প্রাচ্য ও প্যালেষ্টাইন; জনাব মাওলানা মোবারক আহমদ সাহেব, ভূতপূর্ব প্রধান মুসলিম প্রচারক, পূর্ব-আফ্রিকা এবং সাহেবজাদা জনাব মীর্যা তাহের আহমদ সাহেব, সদর মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও নাজেমে ইরশাদ, ওয়াকফে জদীদ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন।

সকল ধর্ম পিপাসু ভাই-বন্ধুদিগকে উক্ত জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

এই জলসা চলাকালীন সময়ে প্রাদেশিক মজলিস-ই-শোরা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। উক্ত শোরায় জামাতের কোন আলোচনাযোগ্য বিষয় থাকলে তা—

"সেক্রেটারী
পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসীবাজার রোড, ঢাকা—১
এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, কেহ জলসায় আকিকার গরু, ছাগল, বা উহার মূল্য বাবদ নগদ টাকা দিতে চাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হবে। জলসায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আহমদীগণ অংশ গ্রহণ করে থাকেন যাতে আকিকা দেওয়ার ও দোয়া গ্রহণ করার এক বিরাট সুযোগ। ভই সুযোগ থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য বন্ধুগণ তৎপর হউন। ওয়াচ্ছাল্লাম।

॥ হদীসুল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৩৪নং মন্তব্য

মীর্যা সাহেব 'এজালায়ে-আওহাম' কিতাবে ২৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

ممکن ہے کہ مثیل مسیح ایسا بھی ہو کہ رسول کریم صلعم کے روضہ کے پاس مدفون ہو

"ইহা সম্ভব যে, মছিলে মসিহ এইরূপও হইবেন যে, নবী (সঃ)-এর কবরের নিকটে মদফুন হইবেন।;'

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব প্রায়ই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এবারতকে এমনভাবে পেশ করেন যাহাতে প্রকৃত মর্ম বিকৃত হইয়া পড়ে। এখানেও তিনি তাহাই করিয়াছেন।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) 'এজালায়ে আওহামে' লিখিয়াছেন—

"ورنہ فرض کے طور پر اس حدیث کو جو نصوص بینہ کے مخالف صریح پڑی ہوئی ہے صحیح بھی مان لیں اور اسکے معنی کو ظاہر پر بھی حمل کریں تو ممکن ہے کہ کوئی مثیل مسیح ایسا بھی ہو جو رسول کریم صلعم کے روضہ کے پاس مدفون ہو"

"এই হাদীসটিকে, যাহা কোরআনের প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে পরিস্কার ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে, যদি ছহী বলিয়া ধরিয়াও লওয়া হয় এবং ইহাকে শাব্দিক অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও ইহাই সম্ভব হইতে পারে যে, এমন কোন মসিহ সদৃশ ব্যক্তি আসিবেন যিনি রসুলে করীম (সঃ)-এর রৌজার কাছে সমাহিত হইবেন।"

পাঠক দেখিতে পাইলেন, এখানে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এই এবারতের মধ্যে অতি পরিস্কারভাবেই ইসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমন ও আঁ-হযরত (সঃ)-এর কবরে দাফন হওয়াকে কোরআন শরীফের প্রকাশ্য উক্তির বিরুদ্ধে মনে করিতেছেন, এবং বিরুদ্ধবাদীদিগকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, তোমাদের এই অসম্ভব কথাটাকে সম্ভব বলিয়া ধরিলেও তোমরা আমাকে অস্বীকার করিতে পার না। কিন্তু মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই এবারতের আসল কথা বাদ দিয়া অযথা এতরাজের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩৫নং মন্তব্য

তিনি ১৯০৬ সনের জানুয়ারী মাসের ম্যাগাজিনে লিখিয়াছেন,—

ہم مکہ میں مر گئے یا مدینہ میں مر گئے

"কিন্তু তিনি লাহোর মরিয়াছেন।"

উত্তর

ہم مکہ میں مر گئے یا مدینہ میں مر گئے

এই মন্তব্যটাও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আর এক প্রকারের ধোকা। এই কথাটা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নিজের কথা নয়, বরং ইহা এলহামী এবারত এবং এই এলহামের যে অর্থ তিনি করিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

اور کلمہ ہم مکہ میں مر گئے یا مدینہ میں مر گئے اسکے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مکی فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وہاں

دشمنوں کو قہر کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا اسطرح ہمارے دشمن قہری نشانوں سے مغلوب کئے جائینگے دوسرے یہ معنی ہیں کہ قبل از موت مدنی فتح نصیب ہوگی یعنی خود بخود لوگوں کے دل ہماری طرف مائل ہو جائینگے" (ریویو ماہ جنوری ۱۹۰۶)

"আমরা মক্কাতে মরিব কি মদীনাতে মরিব এই বাক্যটির অর্থ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে আমাদের 'মক্কী-বিজয়' লাভ হইবে। সেখানে যেমন শত্রুদিগকে আল্লাহর কহর দ্বারা জয় করা হইয়াছিল, এই রকম এখানেও শত্রুদিগকে আল্লাহর কহরের নিদর্শন দ্বারা জয় করা হইবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে আমাদের 'মদনী বিজয়' লাভ হইবে, অর্থাৎ আপন হইতে মানুষের হৃদয় আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইবে।"

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর এই বাক্যটিকে মৌলানা সাহেব যেভাবে পেশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহার অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

تفسیر القرآن بما لا یرضی بہ قائلہ علیہ

৩৬নং মন্তব্য

"মসিহ নাজিল হইয়া জেহাদকারী ইমামের পিছনে নামাজ পড়িবেন। মীর্যা সাহেবের সময় জেহাদ হইয়াছিল কি?"

উত্তর

এই গ্রন্থের যথাস্থানে এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-জেহাদ-কারী ইমামের পিছনে প্রায়ই নামাজ পড়িতেন। তবে কোরআন শরীফে—

جاهدهم بهجهادا كبيرا

"তাহাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর"—কথার মধ্যে যে-জেহাদের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই রকম জেহাদ কারী ইমামের পিছনেই নামাজ পড়িয়াছেন।

মসিহ মওউদ (আঃ) আবির্ভূত হইয়া সেই 'জেহাদে কবীর' আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, তাহারই ফলে আজ কুফর-স্থানের বড় বড় কেন্দ্রে ইসলামী মীনারা মাথা উঁচু করিয়া আছে। এই জেহাদে রত ইমামের পিছনেই হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) অনেক সময় নামাজ আদায় করিতেন।

আজকালকার অনেক মৌলবী মৌলানা সেই বড় জেহাদের কোন খবরই রাখেন না, হালওয়া-মুণ্ডা লাভ হইলে তাহাদের আর সেই বড় জেহাদের কোন দরকারও নাই। তাঁহারা ত বসিয়া আছেন এমন এক মসিহের আশায়, যিনি আসিয়া তাঁহাদিগকে কাফের মারিয়া বহু টাকা পয়সা দিবেন।

৩৭নং মন্তব্য

"তাঁহাদের পক্ষে একটি সেজদা পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু হইতে প্রীতিকর হইবে। মীর্যা সাহেবের আমলে এইরূপ হইয়াছিল কি?"

উত্তর

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবার সৎসাহস থাকিলে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবও দেখিতে পাইতেন যে, হজরত মসিহ মওউদ আঃ-কে গ্রহণ করার ফলে দুনিয়ার সর্ব স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সর্ব প্রকারের পার্থিব কষ্ট সহ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেও যাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা বাস্তবিকই আল্লাহর এবাদতের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছেন এবং পৃথিবী ও পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতেও একটি সেজদাকেই তাঁহারা অধিকতর মূল্যবান মনে করিয়াছেন। এমন মনে করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য্য এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন।

যাহাদের কাছে সেজদার মূল্য মুরীদানের কয়েকটা পয়সার বেশী কিছুই নহে, তাহারা কেমন করিয়া সেজদার এই মূল্য বুঝিবে?

৩৮নং মন্তব্য

"আমরা বলি ইমাম মাহদী কনষ্টান্টিনপোল জয় করিয়া দেমাস্কে উপস্থিত হইবেন।"

উত্তর

হে মৌলানা সাহেব! এপর্যন্ত হাদীসের কিতাব গুলি এত ঘাটাঘাটি করিয়াও একটি হাদীস ও এই রকম বাহির করিতে পারিলেন না, যাহাতে ইমাম মাহদী কনষ্টান্টিনপোল জয় করিবার কথা আছে। আর কনষ্টান্টিনপোল ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মোসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইয়া আপনাদের এই ধারণার বাতিল হওয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে।

৩৯নং মন্তব্য

'মীর্যা সাহেব দেমাস্ক শব্দের মর্ম কাদিয়ান গ্রহণ করিয়াছেন; আমি বলি মীর্যা সাহেবের দাবী সত্য হইলে নবী করিম (সঃ), কাদিয়ানের নামটি লইতে পারিলেন না কেন?"

উত্তর

"জোওয়াহেরুল-আসরার" নামক কিতাবের এক হাদীস আমি উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, যাহাতে কাদেয়া বস্তির কথা আছে। কিন্তু তবুও আপনারা পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মানিতে পারিতেছেন না। আমি আরও বলি যদি আপনাদের এই অনুমান অনুসারে মসিহ দেমাস্কই নাজিল হইতেন, তাহা হইলে আপনারা বয়তুল-মুকাদ্দসে মসিহ নাজিল হওয়ার হাদীসকে অধিকতর ছহী বলিয়া দেমাস্কে অবতীর্ণ মসিহকে অস্বীকার করিতেন। আর যদি মসিহ বয়তুল মুকাদ্দসে নাজিল হইতেন, তাহা হইলে দেমাস্কের ও কাদেয়া বস্তির কিংবা আফীক নামক পাহাড়ে নাজিল হওয়ার হাদীস পেশ করিয়া তাঁহাকে অস্বীকার করিতেন।

হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেসানী, হজরত মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন যে, সমসাময়িক অধিকাংশ মৌলানাগণ মসিহ মওউদকে অস্বীকার করিবে। স্বয়ং রসুলে করীম (সঃ)-ও চিনিয়া লইবার জন্য তাকীদ করিয়া তাঁহার হুলিয়া ইত্যাদি পর্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন এই জন্যই যে, আপনারা চিনিয়া লইতে গোলমাল করিতে পারেন।

আল্লহতায়ালা তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষদিগকে এমন ভাবেই পাঠাইয়া থাকেন, যেন মানুষ তাঁহাদিগকে চিনিয়া লইতে বিচার-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করিতে পারে, এই জন্যই মানার বড় মর্য্যাদা ও না-মানার জন্য বড় অভিশাপ মানুষ লাভ করিয়া থাকে।

৪০নং মন্তব্য

"নামে কখনও 'এস্তেয়ারা' استعارة অর্থাৎ রূপক থাকে না।"

আবার মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব নিজের জ্ঞানের লজ্জাকর আভ্যন্তরিনতার পরদা ফাঁকা করিয়া দিলেন।

বাহাদুর বা বীর অর্থে রুস্তম, দানশীল অর্থে হাতেম, পরম সুন্দর অর্থে ইউসুফ ইত্যাদি নামের বহুল ব্যবহার সভ্য জগতের প্রায় প্রত্যেক ভাষায়ই প্রচলিত আছে। তৌজিহ নামক অসুলে ফেকাহর কিতাবে লিখিত আছে ঃ

يستعار لفظ ابى حنيفة لكل فقيه عالم صالح—

"আবু হানিফা শব্দটি প্রত্যেক জ্ঞানী, ফকীহ, পরহেজগার ব্যক্তির জন্য রূপক ভাবে ব্যবহার হয়।"

৪১নং মন্তব্য

"নবী করীম (সঃ)-এর অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হইয়াছে—আরব বিজয়, পারস্য বিজয়, কেসারার ধনাগার বিজয়, রোম বিজয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল চেহারা, নত নাসিকা বিশিষ্ট তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ, বয়তুল মুকাদ্দস বিজয়, মিশর বিজয় ইত্যাদি ভবিষ্যদ্বানী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে, মীর্যা সাহেব ইসা (আঃ)-এর নজোলস্থান দেমাস্ককে কাদিয়ান করিলেন কেন?

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই সমস্ত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, কিন্তু কনষ্টান্টিনপোল বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও যে পূর্ণ হইয়াছে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাহার উল্লেখ করেন নাই কেন? দেমাস্কের হাদীস সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। মসিহের নাজোল-স্থান দেমাস্ক বলিয়া মুহাদ্দেসিন একমত হইতে পারেন নাই, বরং হানাফীদের বড় বড় মুহাদ্দেস, মুল্লা আলি কারী ও জালালুদ্দিন সায়োতী, মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নজোলস্থান দেমাস্কের পূর্ব দিকের কোন বয়তুল মুকাদ্দাস সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং ইহাকেই অধিকতর ছহী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) যদি হাদীসের উল্লেখিত 'কাদেয়া' বস্তিকে দেমাস্কের পূর্বদিকস্থ মসিহে নাজোল-স্থান মনে করিয়া থাকেন, আর এই 'কাদেয়া' বস্তিই যদি মুল্লা আলী কারী ও জালালুদ্দিন সায়োতী রহমুতুল্লাহ আলাইহের দেমাস্কের পূর্ব দিকের বয়তুল মুকাদ্দাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

৪২নং মন্তব্য

"হাদীসে আছে হযরত ইসা (আঃ) দুই ফেরেস্তার বাহুর উপর হাত রাখিয়া নাজিল হইবেন। এজালায়ে আওহামের ১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন দুইজন মানুষের স্কন্ধে হাত রাখিবেন, অর্থাৎ দুইজন লোক তাঁহার সহায়তাকারী হইবে।"

উত্তর

ইহাও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের আর একটি মিথ্যা কথা মনে হইতেছে, 'এজালায়ে আওহাম' কিতাবের দুই তিন সংস্করণ আমি ১৫৮ পৃষ্ঠা তালাস করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের উদ্ধৃত কথা পাইলাম না। বরং দুই ফেরেস্তা সম্বন্ধে এজালায়ে আওহামের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত রূপ লিখা আছে—

از انجملہ ایک یہ ہے کہ مسیح کے نزول کی علامت یہ لکھی کہ دو فرشتوں کے پروں پر اس نے اپنی ہتھیلیاں رکھی ہوئی ہونگی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسکا دایاں اور بایاں ہاتھ جو تحصیل علوم عقلی اور انوار باطنی کا ذریعہ ہے آسمانی موکلوں کے سہارے پر ہوگا اور وہ مکتب اور کتابوں اور مشائخ سے نہیں بلکہ خدائے تعالی سے علم لدنی پائیگا اور اسکی ضرور یات زندگی کا بھی خدائے تعالی ہی متکفل ہوگا"

নজোলে মসিহের লক্ষণগুলির মধ্যে একটি লক্ষণ এই যে, তিনি দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর নিজের হস্তদ্বয় স্থাপন করিয়া থাকিবেন, ইহা এই কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাঁহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত, যদ্বারা মানসিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ অর্জ্জন করা হইয়া থাকে, আসমানী ফেরেস্তাদের সহায়তার উপর ন্যস্ত থাকিবে। বিদ্যালয়, কিতাব এবং শিক্ষক হইতে উহা লাভ হইবে না, বরং আল্লাহতালার তরফ হইতে এলমে-লুদনি লাভ করিবেন। আর পার্থিব জীবনের উপকরণগুলিও খোদাতা'লার উপরই ন্যস্ত থাকিবে।"

বস্তুতঃ, নবীদের সমস্ত কাজই ফেরেস্তার সাহায্যে হইয়া থাকে, কিন্তু এই ফেরেস্তাদিগকে সাধারণ মানুষ বাহ্য চক্ষুতে দেখিতে পায় না। নবীদের সাহায্যকারী ফরেস্তাদিগকে যদি জগতের লোক বাহ্য চক্ষুতে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে ত কোন ঝগড়াই বাকী থাকিত না' এবং নবীদিগকেও এত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। রসুলে করিম (সঃ)-কেও ফেরেস্তাগণ সাহায্য করিয়াছে, কিন্তু এই ফেরেস্তাদিগকে সাধারণ ভাবে সাধারণ মানুষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু

মসিহ মওউদের ফেরেস্তাদিগকে সাধারণ লোকে বাহ্য চক্ষুতে দেখিতে পাইবে বলিয়া আশা করা জ্ঞানের স্বল্পতা বই আর কিছুই নহে।

মেশকাত শরীফের এক হাদীসের ব্যাখ্যা اشعة 'আশেয়াতুল্লামআত' কিতবে লিখিত আছে—

قد اثبت الاجنحة للملائكة والائمة قالوا ليس ذالك كما يتوهم من اجنحة الطير ولكنها عبارت عن صفات الملائكة وقواهم ولا يعرف الا بالمعاينة—(باب ذكر اليمن والشام)

"ফেরেস্তার পর ও জিহ্বা আছে বলিয়া প্রমাণ আছে, জ্ঞানী-গণ বলেন ইহা পাখীর পরের মত নহে, বরং ফেরেস্তার পরের অর্থ ফেরেস্তাদের গুণ ও শক্তি সমূহ। ইহাকে বাহ্য দৃষ্টিতে জানা যাইতে পারে না, ইহাকে কেবল ভাবদ্বারাই জানা যাইতে পারে।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন ঃ—

عن زيد ابن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام قلنا لاى ذالك يا رسول الله قال ملائكة الرحمن باسطة اجنحتها عليها – (رواه الترمذى)

"জায়েদ ইবনে ছাবেত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত (সঃ), বলিয়াছেন শাম দেশের প্রতি ধন্যবাদ। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কিসের জন্য—হে আল্লাহ্র রসুল! তখন হযরত বলিলেন, যেহেতু আল্লাহ্র ফেরেস্তাগণ উহার উপর পর বিছাইয়া রাখিয়াছে।" এখন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি তিনি শাম দেশের ফেরেস্তাদিগকে চর্ম চক্ষুতে দেখিতে পারেন কি?

তবে কখন কখন হযরত রসূলে করীম (সাঃ,-এর অতি উচ্চ দরের সাহাবীগণ হযরতের দরবারে মানুষের আকৃতীতে ফেরেস্তাগণকে কয়েক মিনিটের জন্য দর্শন করিয়াছেন। মৌলানা সাহেবগণও যদি মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর প্রতিশ্রুত প্রতিনিধিকে গ্রহণ করিয়া রুহানী উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাহাদের জন্যও কখনও কখনও ফেরেস্তাদিগকে দর্শন করা অসম্ভব ছিল না।

৪৩নং মন্তব্য

"দেমাস্কের হাদীসকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা গোমরাহী নহে কি?

উত্তর

দেমাস্কের হাদীসকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় নাই; বরং ইহার প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে। স্বপ্ন-দর্শিত ঘটনা প্রায়ই রূপকভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, দাজ্জাল, নজোলে মসিহ, দেমাস্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে আঁ-হযরত, (সঃ) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যে তাঁহার স্বপ্ন বা কাশফ দর্শিত বর্ণনা, ইহাতে কোন জ্ঞানী পাঠক সন্দেহ করিতে পারেন না। ইহার প্রকৃত মর্ম বর্ণনা করাকে উড়াইয়া দেওয়া বলা মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের অন্যায় প্রচেষ্টা। হযরত মসিহ মওউদ, (আঃ) এই দেমাস্কি হাদীসের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এখানে আসিয়া বলিতেছেন, স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে।

دروغ گو را حافظه نباشد ع

৪৪নং মন্তব্য

"মীর্যা সাহেবের বাতীল মতে কোন ঘটনা স্বপ্নে দেখিলে, আর সেই ঘটনা বাস্ত.ব পরিণত হয় না।"

উত্তর

কোন ঘটনা স্বপ্নে দেখিলে আর সেই ঘটনা বাস্তবে পরিণত হয় না, ইহা হযরত মসিহ মওউদ (আঃ,-এর মত নয়। তিনি কোথাও এই রকম লিখেন নাই। হযরত মীর্যা সাহেবের প্রতি এই রকম মত আরোপ করা মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের আর এক সাদা ঝুট। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) পরিস্কার ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন, স্বপ্নের অধিকাংশ কথা রূপকভাবে দর্শিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে।

৪৫নং মন্তব্য

'মীর্যা সাহেব 'এজালায়ে আওহামে' লিখিয়াছেন যে, "যেন আমি" এই শব্দ দ্বারা বুঝা যায় যে উহা স্বপ্ন বা কাশফ ছিল, گویا 'যেন আমি' শব্দ দ্বারা সব সময়ই কাশফ বুঝায় না।"

উত্তর

হযরত মীর্যা সাহেব এই কথা কোথাও লিখেন নাই যে كأنى 'যেন আমি' শব্দ দ্বারা সব সময়ই স্বপ্ন বা কাশফ বুঝায়। কিন্তু আমি এই মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি স্বপ্ন বা কাশফ বর্ণনা করিতেও ত লোক এই كأنى 'যেন আমি' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং রসুলে করিম (সঃ) كأنى رأيت "আমি যেন দেখিলাম", رأيتنى الليلة "অদ্য রাত্রে আমি নিজেকে দেখিলাম", ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিজেই কি অতি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেন নাই যে, ইহা স্বপ্ন বা কশফ?

আর মসিহ মওউদ (আঃ)-এর লেখা পাঠ করিয়াও কি কোন সত্যবাদী বুদ্ধিমান এই কথা বলিতে পারিবে যে, তিনি كأنى শব্দদ্বারা সব সময়ই কাশফ বুঝায় বলিয়াছেন?

৪৬নং মন্তব্য

"মসিহকে স্বপ্ন দেখার তাবীর হয়—সফর করা। অতএব, রসুল করীম (সঃ) মসিহকে স্বপ্নে দেখিয়া থাকিলে ইহার তাবীর হইবে আঁ হযরত (সঃ)-এর সফর করা। সুতরাং মসিহ মওউদের আগমনের কথাই মিথ্যা হইয়া যায়, আর মীর্যা সাহেবের দাবী সমূলে উৎপাটিত হয়।"

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই আবল তাবল পাঠ করিয়া মনে হয় তাহার বুদ্ধি বৈকল্য ঘটিয়াছে। পাঠক অবশ্য অবগত আছেন যে, স্বপ্নের তাবীর সব সময় এক রকম হয় না। বিশেষতঃ আল্লাহর নবিগণ নিজ স্বপ্নের যে তাবীর করিয়া থাকেন, তাহাই শুদ্ধ হইয়া থাকে। নবীদিগকে স্বপ্ন ও কাশফের তাবীর অনেক সময় আল্লাহর তরফ হইতে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। আঁ-হযরত (সঃ)-ও এই স্বপ্নের তাবীর নিজে করিয়া মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। অতএব, আঁ-হযরত (সঃ)-এর এই স্বপ্নের অন্য কোন তাবীর করিবার মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের অধিকার নাই। رؤيا الانبياء وحى অর্থাৎ "নবীদের স্বপ্নও অহি" এবং ইহাকে অহির মত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

৪৭নং মন্তব্য

"৭ম হাদীসে আছে ইয়াজোজ মাজুজের দল তিবরীয়া উপ-সাগরের সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে।"

উত্তর

ইয়াজোজ-মাজুজের দল তিবরীয়া সাগর কেন অন্যান্য সাগর সমূহের পানি পান করিয়া শুকাইয়া ফেলিয়াছে; ইয়াজোজ-মাজুজের অন্য দল কিছুই পাইতেছে না। এই কারণেই তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; সমুদ্রের ঢেউয়ের মত একদল আর এক দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে এই সমস্ত সূক্ষ্ম কথা মৌলানা সাহেবদের মাথার ঢুকে নাই, এবং চোখে দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমি ইতিপূর্বে হাদীসের আলোচনায় করিয়া আসিয়াছি।

৪৮নং মন্তব্য

"হযরত ইসা (আঃ)-এর দোওয়াতে তাহাদের গ্রীবাদেশে এক প্রকার কীট প্রবেশ করিবে।"

উত্তর

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর দোওয়াতে এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বিরুদ্ধবাদীদের গ্রীবাদেশে প্লেগের কীট প্রবেশ করিয়া হাজার হাজার মুখালেফের প্রাণনাশ করিয়াছে।

৪৯নং মন্তব্য

"মীর্যা সাহেব কি তুর পর্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন?"

উত্তর

আমরা হাদীসের আলোচনায় এই কথার বিস্তারিত উত্তর দিয়া আসিয়াছি। মসিহ মওউদ (আঃ) দাজ্জাল বধ করিবার জন্য সশরীরে আসমান হইতে দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর ভর করিয়া সশরীরে নামিয়া আসিয়া নিজের দলবল সহ তুর পর্বতে যাইয়া পলায়ন করিয়া অবরুদ্ধ থাকার কথা যে রূপক অর্থে ব্যবহার হইয়াছে তাহা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না। বস্তুতঃ, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) তাহার দলবলসহ সমস্ত দুনিয়ার মুখালিফাত ও বিরুদ্ধাচরণের সময় আল্লাহ্‌র হেফাজতের তুর পর্বতেই অবস্থান করিতেছিলেন। নতুবা হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান পাদ্রীদের সমবেত শক্তির মোকাবিলায় তাঁহার পক্ষে জীবন রক্ষা করা সম্ভব হইত না। (ক্রমশঃ)

॥ আজ্ঞানুবর্তিতা ॥

মকবুল আহ্‌মদ খান, বি এ, (অনার্স)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষ ধর্ম-প্রবণ সামাজিক জীব। ধর্ম ও সমাজ এতদুভয়ের প্রকৃত রক্ষণা বেক্ষণের জন্য একদিকে যেমন আদেশ দানকারী নেতার প্রয়োজন অন্যদিকে তেমনি আদেশ নিষেধ মান্যকারী অনুগামীর প্রয়োজন। ধর্ম-জগতে আল্লাহ্‌ র প্রতিনিধি বা তৎপ্রতিনিধিরই আদেশ দানের অধিকার আছে। আহ্‌মদী জামাতভুক্ত মুসলমানের সবচেয়ে বড় গৌরব এই যে, মুসলিম জগত যখন কাণ্ডারী বিহীন নৌকার মত আঁধার সমুদ্রে পাড়ি জমাচ্ছে, আহমদী জামাত তখন খোদার খলিফার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌ জাল্লে শানহুর চেহারা মোবারক দর্শনের অভিপ্রায়ে ইসলামের তরী বেয়ে স্থির পদক্ষেপে লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলেছে। ধর্ম-জগতে খোদার খলিফার পরাজয় হয় নি, আর হবেও না। তেমনি খোদার খলিফার অনুগমনকারীরাও পরাজয় বরণ করে না। বরং খোদার খলিফার পূর্ণ অনুগমনের ফলে তারা লক্ষ লক্ষ আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হয়। এইসব আশীর্বাদ তাঁরা নিজের জীবনে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। অতএব ধর্ম-জগতের সম-সাময়িক খলিফার অনুগমনই কৃতকার্য হওয়ার প্রকৃত পথ।

কোরআন শরীফে মানব জাতিকে খোদা আদেশ করেছেন, "আল্লাহ্‌তালার আজ্ঞা পালন কর, রসুলের আজ্ঞা পালন কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা আদেশ দিবার অধিকারী তাদের আদেশ পালন কর।" আল্লাহ্‌ ও রসুলের আদেশ মান্য করার বিষয় উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে "আদেশ দানের অধিকারীর" বিষয় আলোচনা করব। গৃহে মাতা-পিতা আদেশ দানের অধিকারী স্কুলে শিক্ষক ছাত্রকে আদেশ দানের অধিকারী, কোনও প্রতিষ্ঠানে সেই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট বা কার্যনির্বাহক কমিটি আদেশ নির্দেশ দানের অধিকারী, সে প্রতিষ্ঠান ছোট হউক, আর বড়ই হউক, সেরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রধান আদেশ-নির্দেশ ঘোষণার অধিকারী। যারা এ অধিকারকে ক্ষুন্ন করার প্রয়াস পায় তারা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, অশান্তি সৃষ্টি করে এবং বিপ্লব ডেকে আনে। তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যাহত করে। খোদা এবং খোদার রসুলের আদেশ পরিপন্থি না হলে, আদেশ-নির্দেশ দানের অধিকারী-গণের আদেশ পালন করাও অবশ্য কর্তব্য। কেননা ইহা ধর্মের আদেশ। প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণের মধ্যে যেমন প্রখর ছিল নেতৃত্বের গুণ, তেমনি প্রখর ছিল নিরঙ্কুশ অনুগমণের গুণ।

হযরত খালেদ বিন্‌ ওলিদ তখন সিরিয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি। যুদ্ধ বিজয়ের জন্য ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। তাঁর যশঃ ও খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হযরত ওমর তখন মুসলিম জাহানের অধিকর্তা, ইসলামের খলিফা। বিশেষ কারণে হযরত ওমর আদেশ পাঠালেন। জেনারেলের পদ হতে খালেদকে অপসারণ করা হল এবং তার নিম্নস্থ কর্মচারী আবু ওবায়দাকে তার স্থলে জেনারেল নিযুক্ত করা হল। পত্র পেয়ে খালেদ বিন ওলিদ আবু ওবায়দাকে খবর পাঠালেন এবং

জিজ্ঞাসা করলেন, "খোদার খলিফা ওমর আপনাকে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ পদে নিয়োগ করেছেন। সে পত্র আপনি পেয়েছেন কি?" তিনি অধোবদনে বিনম্র ভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ!" সঙ্গে সঙ্গে খালেদ তাঁকে বললেন, "তবে আর দেরী করছেন কেন? এই মুহূর্তে আপনি আমার কাছ থেকে কার্য ভার গ্রহণ করুন এবং খলিফার আদেশ কার্য্যকরী করুন। খলিফার আদেশ কাজে পরিণত করতে দেরী হলে আমি বহু পুণ্য হতে বঞ্চিত হব।" খলিফার এই কাঠার আদেশ তাঁকে একজন জেনারেলের মর্যাদা হতে অধীনস্থ পর্যায়ে নামিয়ে দিচ্ছে জেনেও তিনি অতি আগ্রহের সহিত তা পালন করলেন এবং এরূপ করাকেই তিনি পুণ্য মনে করলেন। এভাবে আদেশ নিষেধের তাৎপর্যপূর্ণ অনুসরণ ও অনুগমন দ্বারাই প্রথম যুগের মুসলমানরা বিশ্ব বিজয়ে সমর্থ হয়েছিলেন। আহ্‌মদী জামাত এ পথ ধরেই সারা বিশ্বে ইসলামের সৌধ রচনা করবে।

এ যুগে Democracy বা গণতন্ত্র একরূপ স্লোগানে পরিণত হয়েছে। পার্থিব ব্যাপারে তার স্বাদ বিস্বাদ দুই-ই অনুভূত হয়েছে। তাই গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ রূপদানে কোনও দেশেই এখনো সম্ভব হয় নি। এ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার এখনও যথেষ্ট অবকাশ আছে। যাহোক, ইসলামী খেলাফত প্রচলিত গণতন্ত্র হতে ভিন্ন। খোদাতালার হেদায়েতের ভিত্তিতে খেলাফৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা এই খেলাফতের সাথে সরাসরি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। অতএব খলিফার আদেশ নিষেধের সাথে শুধু ইহজগতের সুখ-সুবিধাই নয় বরং আধ্যাত্মিক উন্নতির কথাও জড়িত। এজন্যই গণতন্ত্র সম্মত Opposition ও criticism এবং Cheeks ও Balances-এর কথা এখানে চলে না, চলতে পারেও না।

প্রকৃত কথা হল, আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বাধীন ইচ্ছা খুবই সীমিত। শত স্বাধীনতা, শত বুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা সত্বেও আমরা খোদার পরিকল্পিত পথের বাইরে বিচরণ করতে অক্ষম। কৃষক তার গরুকে তরুর ছায়ায় রাখবার জন্য তাকে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। গরু তখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। কিন্তু সে চায় এই দড়ি ছিড়ে কোথাও স্বাধীন ভাবে চলে যেতে। দড়ি ছিড়ে চলে গেলে দুপুরের রোদে কষ্ট পাবে, সে জ্ঞান তার নেই। তাছাড়া দড়ি ছিড়েও সে মুক্তি লাভ করতে পারবে না। কৃষক তাকে আবার ঘরে এনে বাঁধবেই। অতঃএব তরু ছায়াতলে কৃষকের দেওয়া ঘাস খেয়ে থাকাই কি গরুটার জন্য উৎকৃষ্ট নয়? কৃষকের পরিকল্পনা মোতাবেক চললে, তার প্রতি কৃষকের নেক নজর থাকবে। আর তার বিপরীত চললে তাকে শাস্তি পেতে হবে। কৃষক নিজে শাস্তি না দিলেও ভুল পথে যাওয়ার দরুণ সে কষ্টে পতিত হবে। আমরাও প্রকৃত পক্ষে খোদার পরিকল্পিত পথে এমনিতরো বাঁধাই আছি। তাই বলি—

মুক্ত ছেড়ে দেওনি তুমি, জীবন যখন দিলে,
শিকল একটা দিলে বেঁধে হৃদের অকূল তলে।
মুক্ত যখন ধরায় ছুটি, শিকলে দাও টান,
তোমার কাছে নেও টানিয়া তোমার দেওয়া প্রাণ।

★

॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল ॥

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

গভীরভাবে বিবেচ্য ঃ

ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামাবার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের নেতাদের চেষ্টার শেষ নাই। কিন্তু এপর্যন্ত তাদের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি। সেখানে মানুষে মানুষে হানাহানি চলছে, চলছে আদম সন্তানের রক্তে নরকীয় হোলি খেলা। সেখানে কত শিশু যে মা-বাপ হারিয়ে এতিম হচ্ছে, কত স্ত্রী যে স্বামী হারাচ্ছে, কত মা যে সন্তান হারাচ্ছে তার হিসেব নেই। হিসেব নেই কত বাড়ীঘর জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, কত পশুপাখী, ফল ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তবুও মানুষের মহারক্তপিপাসার কোথায় যে শেষ তা' ভেবে চিন্তাবিদগণ কিনারা পাচ্ছেন না।

এমনি সময়ে বড়দিন উপলক্ষে দুদিনের জন্য হানাহানি থেমে গেলো। অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও মানুষ যেন আবার নিজকে খুঁজে পেলো। এমনটি কেমন করে সম্ভবপর হলো তা' গভীরভাবে বিবেচ্য নয় কি?

হযরত ইসা (আঃ)-এর জন্মদিন প্রতিপালন উপলক্ষে যুদ্ধ বিরতি ঘটলো। অথচ হযরত ইসা (আঃ) এজামানার কোন নেতা নন। যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখনও কোন দেশের কোন কর্ণধার ছিলেন না। অথচ দেখা যাচ্ছে প্রায় দু'হাজার বছর অতীতে থেকেও তিনি বর্তমান দুনিয়ার ঘটনাবলীকে কত গভীর ও নিবিড়ভাবে প্রভাবান্বিত করছেন। এমনটি কি করে সম্ভবপর হলো তা' ভেবে দেখবার প্রয়োজন নয় কি? বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলা চলে যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক প্রেরীত হন তাঁদের দ্বারাই এমনটি সম্ভবপর হয়। শত শত বৎসর ধরে কোটি কোটি লোকের জীবনকে তাঁদের আদর্শ ও শিক্ষা প্রভাবান্বিত করে থাকে।

এদিক থেকে বিচার করলেই বড়দিনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হয়ে উঠে। বস্তুতঃ দিনটি দিন হিসাবে বড় নয়। ঐদিনে এমন এক ব্যক্তির জন্ম বার্ষিকী প্রতিপালিত হয় যিনি মানুষকে বড় হওয়ার, মহান হওয়ার পথ বাতলিয়ে ছিলেন।

মানুষ যদি নবী রসুলদের আদর্শকে না ভুলে সব সময়ে নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে বদ্ধপরিকর হতো তবে দুনিয়া হতে হানাহানি দুর করা খুবই সহজ হয়ে পড়তো।

ছোট্ট খবরটি! কিন্তু বড়ই বেদনাদায়ক ঃ

স্থানীয় সংবাদ পত্রিকাদিতে গত ১১ই ডিসেম্বরে (১৯৬৬) একটি ছোট খবর প্রকাশিত হয়েছে ঃ ব্যাঙ্কক, ১০ই ডিসেম্বর এ, পি, পি/এ, পি, এ। অদ্য (শনিবার) ৫ম এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতায় পাকিস্তান ও ভারতীয় দল সময়মত উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যথাক্রমে জাপান ও ফিলিপাইনী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় ও পাকিস্তানী দলের অনুপস্থিতির কারণ জানা যায় নাই। এখন পর্যন্ত এই কারণ সম্বন্ধে কোন খবর বের হয়েছে বলে দেখিনি। তবে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ হলো আমাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বিলম্বে না গেলে নাকি ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব পরিস্ফুট হয়

না। বিশ্বাস না হলে যে কোন অনুষ্ঠানে যান, সময় মত সভাপতি ও বক্তাদের টিকিও দেখতে পাবেন না। যিনি যত বড়, সাধরণতঃ তিনি শ্রোতাদের তত বেশীক্ষণ অপেক্ষায় রাখবার অধিকারী বলে মনে করেন। আমাদের খেলোয়াড়রাও হয়তো তাই ভেবেছিলেন। ভেবে ছিলেন, হিন্দুস্থানকে অন্ততঃ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে হারিয়ে দেবো। আর ভারত হয়তো ভেবেছিলো পাকিস্তানকে হারিয়ে দিবে। মজার কথা হলো বেরসিক ৫ম এশিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ উভয় দলকে হারিয়ে দিলেন। তাদের অপেক্ষায় না থেকে উপেক্ষা করে গেলেন।

ব্যক্তি বা জাতি দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাট বিষয়ের প্রতি নিষ্ঠাবান না হলে মহৎ জাতি গড়ে ওঠে না। উপরোক্ত ঘটনা হতে এই ছবকই মিলে। ইসলাম এজন্যই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চালচলনের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছে। যারা সময় মত নামায আদায় করেন, বিশেষ জামাতে যান, সেহেরী ও ইফতারের সময়ের পাবন্দ হন, তারা দুনিয়ার সামনে সাবধানে এমনি ভাবে নাজেহাল হতে পারেন তা বিশ্বাস করতে মনে বাজে।

অন্তরমুখী ঃ

[গত দুই সংখ্যা থেকে 'অন্তরমুখী' এই নামে আমরা চলতি দুনিয়ার হালচাল লিখছি এবং ভবিষ্যতেও লিখব বলে ইরাদা করেছি। সবাইর জন্য হলেও বিশেষভাবে মোমেনদের লক্ষ্য করেই ইহা লিখিত হবে। আল্লাহ্‌তা'লা কোরানুল করীমে মানুষকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। কাফের যারা তারা হলো অবিশ্বাসী। মোনাফেক যারা তারা মুখে বিশ্বাস করে বল্লেও বাস্তবক্ষেত্রে সুবিধাবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করে। আর মোমেন বা বিশ্বাসী যাদের তারা ইমানের সাথে কথা ও কাজের মিল রয়েছে। এই মিল দিয়েই আমাদের রুহানী তরক্কী যাচাই করতে হবে। ইহাতে কোনরূপ ফাটল ধরলেই বুঝতে হবে রুহানিয়তে ঘুণ ধরেছে।]

রমযান ও আমরা ঃ

রমযান মাস চলে গেল। এমাসে মোমেনগণ আল্লাহ্‌র আদেশ মত রোযা রাখেন। যারা রোযা রাখতে পারেন না তারাও আল্লাহ্‌র আদেশ মত রোযার অন্যান্য হুকুম আহকাম পালন করেন। যাক সে সব কথা। রোযার মর্মকথা হলো আল্লাহ্‌র আদেশে সম্পূর্ণ বিরত থাকা যেন আমরা তাকোয়া অর্জন করতে পারি। রোযা রাখলেই অটোমেটিকেলি বা আপছেই তাকোয়া এসে যায় না। এজন্য সদা সতর্ক থেকে সংযমের সাধনা করতে হয়।

এই তাকোয়ার বলে আমাদের ব্যক্তি জীবনই সুন্দর ও শোভন হয় তা' নয়, সামাজিক জীবনও কলুষ মুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, মানুষ তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য আল্লাহ্‌র সাথে দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করতে পারে। তাতে স্রষ্ঠার নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ হয়। সুতরাং আমাদের একান্ত ভাবে উচিত রোযা রাখার সাথে সাথে তাকোয়ার কষ্টি পাথরে নিজেদেরকে বিচার কর', আমরা কি অনর্থক উপবাস দিচ্ছি না অর্থপূর্ণ উপবাস করছি ?

★

সংবাদ পর্যালোচনা

নাজিম উদ্দিন

গত ২৬, ২৭ ও ২৮শে জানুয়ারী রাবওয়ায় তিনদিন-ব্যাপী বিশ্ব আহমদীয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মরুভূমি সদৃশ বালিকারাশিপূর্ণ প্রান্তরে গড়ে উঠা ছবির মত এই ক্ষুদ্রাকার শহরটিতে হঠাৎ জেগে উঠেছিল প্রাণচাঞ্চল্য। বিশ্বের আনাচে কানাচে থেকে আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছলেন রাবওয়ায়। সমবেত হলেন পূর্ব পাকিস্তানী, পশ্চিম পাকিস্তানী, ভারতীয়, ইন্দোনেশীয় আহমদীরা। তাদের সাথে যোগ দিলেন এককালের কৃষ্ণমহাদেশ আফ্রিকার আজকের জাগ্রত মানুষের প্রতিনিধি। আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ড থেকে, জার্মান আর ডেনমার্ক থেকে আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিরাও অংশ গ্রহণ করলেন এ সম্মেলনে।

সম্মেলন শুরু হলো বিশ্ব আহমদীয়ার সদর দফতর রাবওয়ায়। বহু আহমদী মণিষী যোগদান করলেন এ সম্মেলনে। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি, পাকিস্তানের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র সচিব স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লা খাঁ, পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সহ আর বহু প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এতে অংশ নিলেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফা হজরত হাফিজ মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)। উদ্বোধনী ভাষণে আহমদীয়া আন্দোলনের তৃতীয় খলিফা আহ্বান জানালেন আহমদীদের, যেন তাঁরা পুংখানুপুংখ রূপে ইসলামের মৌলিক নীতিবলীর উপর গুরুত্ব দেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রায় লক্ষাধিক প্রতিনিধি মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁদের আধ্যাত্মিক নেতার ভাষণ শুনলেন।

সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত আজ ইসলামের রেঁণেসা আন্দোলন, তথা আহমদীয়া জামাত যে ছড়িয়ে পড়েছে তার নিদর্শন পাওয়া গেল এ সম্মেলনে। প্রাচ্য প্রতিচ্য একসুরে গান গেয়ে উঠলো। সংঘাত বিক্ষুব্ধ এই বর্তমান বিশ্বে এ সম্মেলন অনাগত শান্তির সুস্পষ্ট ইংগীত দান করলো। এ সম্মেলন ঘোষণা করলো, বিশ্বব্যাপী ইসলাম শীঘ্রই নিরংকুশ বিজয় লাভ করবে।

যাঁরা সম্মেলনে যোগদান করতে পারেননি তাঁরাও গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীরা ফিরে আসবেন, তাদের মুখে জানতে পারবেন ইসলামের বর্তমান অধঃপতনের যুগে আশার বতিকাবাহী আহমদী জামাতের বাৎসরিক বিশ্ব-সম্মেলনের সাফল্যের কথা।

সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমগুলো ইতিপূর্বেকার যে কোন সময়ের চাইতে এবার সম্মেলনের উপর অনেক বেশী গুরুত্বারোপ করেছে।

২৭শে জানুয়ারী ভোরবেলা রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ বুলেটিনে এ সম্মেলনের সংবাদ প্রচারিত হলো।

সংবাদে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিধিদের আগমণের সংবাদ উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, এ তিন দিন স্থায়ী হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু দৈনিক গুলোও এ সম্মেলন সম্মেলনের সংবাদ পরিবেশন করেন। তন্মধ্যে নাওয়ার-ই-ওয়াক্ত পত্রিকায় সম্মেলনের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র (ফটো) মুদ্রিত হয়।

সম্মেলন উপলক্ষে রাবওয়া থেকে প্রকাশিত আহমদীয়া দৈনিক "আল-ফজল" পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়; উক্ত সংখ্যায়

বিভিন্ন গুরুপূর্ণ নিবন্ধ সহ জামাতের বর্তমান খলিফার ভাষণ ছাপা হয়। দৈনিক আল-ফজলের একই সংখ্যায় ইন্দোনেশিয়াস্থ আহমদীয়া জামাতের বাৎসরিক সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ আহ্‌মদ শোয়েকার্ণো ও ইন্দোনেশিয়ার অপর ৬জন মন্ত্রী উক্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠিয়েছিলেন।

এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান (এ. পি. পি.) এবং পাকিস্তান প্রেস এসোসিয়েশন (পি. পি. এ.) এই দুইটি পাকিস্তানী সংবাদ সংস্থা এবারের সম্মেলনের সংবাদ সার্কুলেট (প্রচার) করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রগুলো এই সংবাদ সংস্থাদ্বয়ের মাধ্যমেই সম্মেলনের সংবাদ পেয়েছেন এবং তাঁরা তা ছেপেছেন।

ঢাকার জনপ্রিয় দৈনিক বাংলা পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ২৯শে জানুয়ারী পাকিস্তান সংখ্যায় ১০ম পৃষ্ঠায় ৫ম কলমে বিশ্ব আহ্‌মদীয়া সম্মেলনের সংবাদ ছেপেছেন। জামাতের সুদূর পল্লী এলাকার ভাইদের উৎসুক নিবারণের জন্যে সংবাদটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

রাবওয়াতে আহমদীয়া সম্মেলন চল্‌ছে

রাবওয়া, ২৮শে জানুয়ারী।—গত বৃহস্পতিবার থেকে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের ৭৫ তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে আগমনকারী উক্ত সম্প্রদায়ের প্রায় ৮০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে তিনদিনব্যাপি এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আহমদীয়া জামাতের তৃতীয় খলিফা হাফিজ মীর্যা নাসির আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্বমানবতা, ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য মোনাজাত করা হয়। সম্মেলনে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের মৌলিক নীতি অনুসরনের জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়।

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি শেখ বশীর আহমদ। বৃহস্পতিবারের অধিবেশনে মধ্যে খাদেমুল আহমদীয়া মজলিশের ("খোদ্দামুল আহমদীয়া" হবে) সভাপতি মীর্যা তাহির আহমদ এবং রাবওয়া তালিমুল ইসলাম কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আসলাম সহ বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি উপস্থিত ছিলেন। (Dainik Pakistan 29th. Jan. 1967. Page 10, col. 5)

ঢাকার বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিজ মর্নিং নিউজ ২৫শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্মেলন-সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রকাশ করেন।

২৫শে জানুয়ারী সংখ্যায় ৯ম পৃষ্ঠায় প্রথম কলমে মর্নিং নিউজ নিম্নোক্ত সংবাদ প্রকাশ করেন ঃ

Ahmadiyya Conference At Rabwah

RABWAH, Jan. 24 (A P P.) ঃ The 75th annual Ahmadiyyah conference will be held at Rabwah from January 26 to 28. It will continue for three days.

A large number of people from Europe, America, Africa. Middle-East, the Far-East besides representatives of the various branches of the Jamat in Pakistan, are expected to attend the annual gathering. (Morning News 25th Jan. 967, page 9 col. 1)

উক্ত দৈনিক ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের সম্মেলনে প্রদত্ত স্যার জাফরুল্লাহ খানের বক্তৃতা সংবাদ আকারে প্রকাশ করেন। সংবাদটি নিম্নরূপ ঃ

Zafarullah Wants Muslims To Rally Round A Caliph

RABWAH, Jan. 31 (PPA) : Chaudhury Zafarullah Khan, Judge of the International Court at Hague, has called upon the Muslims to assemble under a caliph or an Ameer, for Islam has enshrined this institution with untold blessings.

He was speaking here on Sunday at Annual Ahmadiyyah Conference on the concluding day.

He said that Muslim history is an eloquent testimony that Muslims have prospered and flourished only when they had a strong ameer or caliph.

Quoting at length from the life of the Holy Prophet and the periods of four caliphs he said the whole period brings to limelight the importance and significance of caliphate. (Morning News 1st Feb. 1967. page—8 Col] 7)

ঢাকায় বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিক দি পাকিস্তান অবজারভার গত ৩১শে জানুয়ারী সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ৪র্থ, কলমে সম্মেলনে প্রদত্ত স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহর বক্তৃতা নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করেন :—

ZAFARULLAH'S CALL

RABWAH. Jan. 29 :—Chaudhury Zafarullah Khan Judge of the International Court at the Hague has called upon the Muslims to assemble under a caliph or ameer for Islam has enshrined this institution with untold Divine blessings, reports PPA. (The Pakistan Observer, 31st Jan. 1967. 6th page, 4th col.)

ঢাকার অন্যতম বাংলা দৈনিক 'দৈনিক পয়গাম' সম্মেলনে প্রদত্ত স্যার মোহাম্মদ জাফরউল্লাহর বক্তৃতা গত ৩১শে জানুয়ারী তারিখে নিম্নোক্ত আকারে পরিবেশন করেন। পয়গামের উক্ত সংখ্যায় পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে সংবাদটি মুদ্রিত হয় :

চৌধুরী জাফরুল্লাহ কর্তৃক মুসলিম ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ

রাওয়ালপিণ্ডি ২৯শে জানুয়ারী :—হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারপতি চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান বলেন যে, সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের একজন খলিফা বা আমিরের নেতৃত্বে একতাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, ইহার মধ্যে অনেক ফজিলত আছে।

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক সভায় ভাষণদানকালে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন যে, মুসলমানগণ শক্তিশালী খলিফা বা আমীরের নেতৃত্বেই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিয়াছিল।

রসুলউল্লাহ্ ও চার খলিফার আমলের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করিয়া তিনি খেলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। —এ, পি, পি (Daily Paigam, Dacca. 31st Jan. 1967. 6th page, 2nd col.)

এ ছাড়া ঢাকার অন্যান্য সংবাদপত্র সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে সম্মেলনের এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

★

তারুয়া আহমদীয়া জামাতের ৩৮তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার অন্তর্গত তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩৮ তম বার্ষিক জলসা মহা সমারোহের সহিত বিগত ২১, ২২ শে জানুয়ারী রোজ শনি ও রবিবার দিন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মৌলবী গোলাম ছামদানী, বি, এল, সাহেব। পবিত্র কোরআন পাঠ ও দোয়ার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌলবী আহমদ আলী সাহেব সমাগত মেহমানদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া সভার উদ্দেশ্য ও কামিয়াবীর জন্য সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া এক ভাষণ দান করেন।

তারুয়া জামাতে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব ডাক্তার এম, এ, কাসেম সাহেব নবুয়তে মুহাম্মদীয়ার দ্বিতীয় পর্য্যায় ও দাজ্জালের আক্রমণ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। পূর্ব পাকিস্তান কৃষি তথ্য কেন্দ্রের প্রধান কর্মকর্তা জনাব মৌলবী মোস্তফা আলী সাহেব, বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূণাময় জীবনাদর্শ ও মুসলিম জাতির ভূমিকা নিয়া জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবসের বৈকালিক অধিবেশনে তিনি "চাঁদ দেখা" নিয়া এক গবেষণামূলক ও তথ্য পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। আহমদীয়া জমাতের প্রচারক মাওলানা জনাব ফারুক আহমদ এইচ এ, সাহেব আহমদীয়া জামাত কর্তৃক সমগ্র বিশ্বে ইসলামের তবলিগী প্রচেষ্টার বিভিন্ন দিক ও সফলতা সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণের পর প্রথম দিনের অধিবেশণের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে ও বৈকালিক অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতিত্ব করেন জনাব মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব ও জনাব মৌলবী এম, এস, রহমান, বার-এট, ল, সাহেব।

অমুসলমানদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দিক নিয়া আলোচনা করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মৌলবী আবদুস সালাম সাহেব। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া, মুসলমান জাতির কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মৌলবী সহীদ আহমদ সাহেব। আহমদীয়া জামাতের প্রচারক মৌলবী সলিমউল্লা সাহেব পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও লক্ষণ সমূহ নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করিয়া জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মৌলবী আহমদ সাদেক, মিশনারী আহমদীয়া জামাত বি, এ, এইচ, এ, সাহেব পবিত্র কোরআন, হাদীস, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা হযরত ঈসা নবীর মৃত্যু প্রমাণ করেন এবং শেষ যুগে রূপক আকারে যে ঈসার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে ইহার তাৎপর্য নিয়া বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সুন্দরবন হাইস্কুলের প্রাক্তন হেড মৌলবী জনাব সুজাতউল্লা সাহেব বিশ্ব নবীর প্রকৃত অনুগামী হিসাবে আহমদীগণের কর্তব্য ও দায়িত্ব নিয়া আলোচনা করিয়া আহমদীয়া জামাতের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। আহমদীয়া জামাতের প্রচারক জনাব মৌলবী আলী আকবর সাহেব আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার জীবনী ও কতিপয় মোজেজার উল্লেখ করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। আহমদীয়া জামাতের খুদ্দাম বা সেবক সংঘের ভূমিকা ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ঢাকা জেলা মজলীশে খুদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ জনাব মৌলবী সহিদুর রহমান সাহেব অতীব প্রয়োজনীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। "খাতামান্নাবীয়িন" সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। তারুয়া গ্রামের এক যুবক সভাশেষে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষিত হয়।

সভায় প্রদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু আহমদী ও গয়ের আহমদী ভ্রাতা যোগদান করেন। স্থানীয় জামাতের পক্ষ হইতে সকল মেহমানের খাওয়া ও থাকার বন্দোবস্ত করা হয়।

সভায় আগত কুমিল্লা জেলার এডিশনাল পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার এডিশনাল এস, ডি, ও, সাহেব, আনছার এডজুটেন্ট, এসিসটেন্ট এডজুটেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার অফিসার ইনচার্জ এবং আরো অনেক সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং স্থানীয় ইউ. সির চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গ এবং উক্ত এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে স্থানীয় জমাতের পক্ষ হইতে এক চা-পার্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

নিজস্ব সংবাদদাতা,
মোহাম্মদ আবুল কাসেম,
পোঃ তারুয়া, কুমিল্লা।

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

● The Holy Quran.		Rs. 16·00
● Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
● The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
● Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
● What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
● Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
● The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
● The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
● Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
● The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
● The truth about the split	,,	Rs. 3·00
● The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
● Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
● Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
● Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
● The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
● ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
● Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
● ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
● ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
● খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
● মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান
এ. টি. চৌধুরী
কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.